প্রথম আলো

তারিখ ... 25 FEB 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তাদের সড়ক অবরোধ, আজ বিক্ষোভ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

পুলিশি হামলার প্রতিবাদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখলে থাকা তিব্বত হলসহ ১০টি ছাত্রাবাস উদ্ধার ও নতুন হল নির্মাণের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাব ও কদম ফোয়ারার সামনে তাঁরা অবস্থান নেন।

এর আগে একই দাবিতে সকাল ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে কালো ব্যাজ পরে মানববন্ধন করেছেন তাঁরা।

ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হলেও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত সাংসদ হাজি মো. সেলিমের দখলে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিব্বত হল উদ্ধার করতে গেলে গত রোববার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। এতে প্রায় ৩০০ শিক্ষক-শিক্ষার্থী আহত হন।

হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশের উপকমিশনার হারুন অর রশিদ ও কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনিরুজ্জামানকে প্রত্যাহার না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাঁরা। এ দাবিতে আজ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের সামনে সমাবেশের ঘোষণা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি।

আজ সকাল নয়টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে গণস্বাক্ষর কর্মসূচি ও বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দিয়েছে শাখা ছাত্রলীগ।

গতকাল ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের সামনে মানববন্ধন করেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী মিছিল নিয়ে জাতীয় প্রেসক্লাব ও সংলগ্ন এলাকায় সড়ক অবরোধ করেন। তাঁরা টায়ারে আগুন দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগ দেন। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে গুলিস্তান, সদরঘাট, বাবুবাজার ও যাত্রাবাড়ী সড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে। অবরোধ চলে বেলা দুইটা পর্যন্ত।

বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবাদ: শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন দেশের প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনের সাবেক ও বর্তমান নেতা-কর্মীরা। গতকাল বিকেলে শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরে 'বিক্ষুব্ধ জনতা' ব্যানারে এ সমাবেশ করা হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আট বছর পরও আবাসনের ব্যবস্থা করেনি প্রশাসন। এতে শিক্ষার্থীদের মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে।

সমাবেশে ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি আসাদুজ্জামান, সাবেক ছাত্রনেতা রুহিন হোসেন প্রিন্স, বজলুর রশীদ, শরিফুজ্জামান, মানবাধিকারকর্মী শিপ্রা ঘোষ, ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক লাকী আক্তার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য দেন।

চার কর্মকর্তার ওপর পুলিশের হামলা: প্রেসক্লাব থেকে কর্মসূচি পালন শেষে বেলা দুইটার দিকে ক্যাম্পাসে যাওয়ার পথে জিরো পয়েন্ট মোড়ে পুলিশের হামলার শিকার হন বিশ্ববিদ্যালয়ের চার কর্মকর্তা। আহত ওই চার কর্মকর্তা হলেন হেদায়েত উল্লাহ, হিমাদ্রী শেখর মণ্ডল, অপূর্ব কুমার সাহা ও সঞ্জয় কুমার পাল।

গতকাল রাতে হেদায়েত উল্লাহ মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, গায়ে কালো ব্যাজ ধারণের কারণ বলার পরপরই চারদিক থেকে হামলা শুরু করে পুলিশ।

এই হামলার নিন্দা জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি শেখ রেজাউল করিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ কামাল হোসেন সরকার।